JANNAT KI BHAREN (BANGLA BAYAAN)

জান্নাতের বাহার

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

জান্নাতের বাহার

(সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা বয়ান)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ- আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ ইবনে মনসুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন একজন শীরাযবাসী লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন-তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানো। আর তাঁর পরনে ছিলো উন্নতমানের পোশাক। মাথার উপর মুক্তা খচিত তাজ শোভা পাচ্ছিলো। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা বলল: "হযরত কেমন আছেন?" তিনি বললেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার উপর দয়া করেছেন। আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" লোকটি বললো: "কি কারণে?" বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদে পাক পড়তাম, বস্তুত: এই আমলটা কাজে এসেছে।" (আল কাউলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

www.dawateislami.net

✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বান মরহুম আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একজন সতি বাদী হযরত সায়্যিদাতুনা রাবিয়া আদয়িয়্যা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর খেদমতে ছিল সে বাদি আমাকে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবিয়া আদয়িয়্যা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ইবাদত এবং রিয়াজতের ব্যাপারে খবর দিল যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا সমস্ত রাত নামাযে রত থাকতেন। যখন সুবহে সাদিক হয়ে যেত কিছুক্ষণের জন্র নিজ নামাযের স্থানে শুয়ে যেত, যখন একটু একটু নিদ্রা আসত ততক্ষৎণাৎ দড়িয়ে যেত এবং নিজ আত্মাকে সম্বুধন করে বলত: হে আত্মা তুমি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কত দিন শুয়ে থাকবে? এখন জাগ্রত হয়ে যাও, নেক আমল কর, তারপর কবরে আরামের নিদ্রা যেয়ো। ওখানে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমাকে জাগাবে না। আমল এখানে করো আর আরাম ওখানে করো।

যাগনা হে যাগ লে আফলাক কে সায়েতলে
হাশর তক সুতা রহেগা খাক কে ছায়ে তলে।

অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا দ্বিতীয় বার ইবাদতে রত হয়ে গেলেন। তিনি সারা জীবন এরকম ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করেছেন। যখন তার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আমার মৃত্যুর কারণে আমাকে কষ্ট দিয়োনা, অর্থাৎ- আমার মৃত্যুর পরে বড় আওয়াজে চিৎকার করে কান্নাকাটি করিওনা এবং ঐ রেশম কাপড় দিয়ে আমার কাফন দিয়ো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ইন্তেকালের পরে আমরা তাকে যুব্বা দিয়ে কাফন দিলাম যা তিনি অসিয়ত করে গেছেন। তার ওফাতের এক বছর পরে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি জান্নাতের উচ্চস্থরে রয়েছেন এবং তিনি সবুজ রেশমের উত্তম কাপড় পরিহিত অবস্থায় আছেন, যার সাথে সবুজ রেশমের উড়নাও রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো এই রকম সুন্দর কাপড় দেখিনি যা তার পরিধানে রয়েছে। অতঃপর আমি তার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: হে রাবিয়া! আপনার ঐ জুব্বার কি হলো? যা দিয়ে আমরা আপনাকে দাফন দিয়েছিলাম? তিনি উত্তরে বললেন: সে কাপড় আমার থেকে নিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তার স্থলে উত্তম কাপড় আমাকে দেওয়া হয়েছে যা তুমি দেখছ। আর আমার ঐ জুব্বাকে ভাজ করে তার উপর শীল লাগিয়ে থাকে

www.dawateislami.net

সর্বোচ্চস্থানে রাখা হয়েছে। যেন কিয়ামত দিবসে এর বিনিময়ে আমাকে সাওয়াব দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে আর কি কি নেয়ামত দেওয়া হয়েছে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন: আল্লাহ্ তার নেক বান্দাদের জন্য যা রেখেছেন তা, যা বর্ণনা করা যায়না। তুমি তো সেই নিয়ামত সমূহের কিছু ঝলক দেখেছ। এগুলো ছাড়া ও অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, যা তার বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। অতঃপর আমি বললাম: আমাকে এমন আমাল সম্পর্কে অবিহিত করুন, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ্র নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। তিনি বললেন: অধিক হারে আল্লাহ্র যিকির করে এবং সর্বদা আল্লাহ্র যিকির নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। যদি একরকম করো তাহলে অছিরেই তুমিও এসমস্ত নেয়ামতের মাধ্যমে ধন্য হয়ে যাবে। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/১২৮)**

গদা ভি মুন্তাযির হে খুলদ হে নেকিকি দাওয়াত কা
খোদা দিন খায়ছে লায়ে ছখিকে ঘর যিয়াফত কা। **(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আপনার দেখলেন তো! আল্লাহ্ তাআলার নেককার বন্দেনী যখন দিন-রাত আল্লাহ্র স্মরণে কাটিয়েছে, রাত্রি জাপন করে আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, তার জন্য নিজের কুপ্রবিত্তির বিসর্জন দিয়েছে, নিজ আত্মর বিরোধিতা করেছে ফলে আল্লাহ্ তাআলার উপর কত রহমত এবং বরকততের ঝর্ণাধারা দান করেছেন। ঐ জুব্বা যা পরিধান করে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا নফল নামায পড়তেন, ইবাদত বন্দেগি করতেন তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা তাকে উত্তম পোশাক পরিধান করিয়েছেন যার সুন্দর্য কেউ কোন দিন দেখেনি, শুনেওনি, বরং কিয়ামত দিবসে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ অসংখ্য পুরুষ্কার তাকে দান করবেন। সাথে চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতও দান করবেন এ সকল নেয়ামত এবং সম্মান তার এ জন্য অর্জন হয়েছে। কেননা, সে মুমিন ছিল এবং সারা জিন্দেগী নেক কাজের মধ্যে অতিবাহীত করেছেন। যে মুমিন জীবন ভর নেক আমল

www.dawateislami.net

করে তার জন্য জান্নাতের শুভসংবাদ রয়েছে যেমনি ভাবে পার- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ১২৪ বর্ণিত আছে:

وَ مَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىٕكَ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا یُظْلَمُوْنَ نَقِیْرًا ﴿۱۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ঈমানদার নারী-পুরুষ ভালকাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে সামান্নতমও ক্ষতি করা হবেনা।

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মূফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন: যে নারী-পুরুষ সামর্থ অনুযায়ী নেক আমল করে এমতাবস্থায় সে মুমিন, বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন তার প্রতিদান হচ্ছে সে কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার আমল অনুযায়ী অনুযায়ী জান্নাতের স্থর লাভ রবে এবং তার উপর সামন্নতমও অবিচার করা হবেনা। সে যদি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় তাকে অন্যায় ভাবে তার মর্যাদার ঘাটতি করে তাকে নিম্ন স্থরে কখনো প্রবেশ করা হবেনা। (তাফছিরে নঈমী, ৫ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

ম্যায় উনকে দরকা ভিখারি হো ফযলে মাওলা ছে,
হাসান ফকির কা জান্নাত মে বিসতারা হোগা। (যওকে নাত, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতবাসিরা নেয়ামতের স্বাদ লাভ করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন ঈমানদার তার আমল অনুযায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার আমল হিসাব জান্নাতের স্থর লাভ করবে। কুরানে পাকের বেশ কয়েক জায়গায় জান্নাতের প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহের বর্ণনা দেওয়া হযেছে। যেমনি ভাবে সে সমস্ত নেয়ামতের বর্ণনা করে পারা- ২৭, সূরা- ওয়াকিয়ার আয়াত নং ১৫-২৪ এ বর্ণিত হয়েছে:

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿۱۵﴾ مُّتَّكِـِٕیْنَ عَلَیْهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (জান্নাতবাসিরা) সুউচ্চ খাটের উপর

www.dawateislami.net

مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ
مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا
يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾
وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ
﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا
لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾
وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾

থাকবে, তার সামনা সামনি হেলান দিয়ে বসা থাকবে, সর্বদা তাদের চতুর্পাশে কচি শিশুরা গোরতে থাকবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআনে পাকের এই আয়াতে জান্নাত বাসীরা জান্নাতে প্রাপ্ত নিয়ামত সমূহের কেমন বাহার জান্নাতবাসিরা সে সুগন্ধিময় জান্নাতে সামনা সামনি হেলান দিয়ে অত্যান্ত শান্তিতে বসে থাকবে, তাদের খেদমত দেরার জন্য অনেক জান্নাতী গুলাম নিযুক্ত থাকবে। পান করার জন্য আলোকোজ্জল পিয়ালা, সূর্য উদিত হওয়ার জন্য তাদের ডানে-বামে হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে, তাদের সামনে থাকবে প্রবাহমান শরাবের ঝর্ণা, তাদের চাহিদা মত খাদ্য এবং উত্তম ফল-ফলাদি। মোটকথা হলো, জান্নাতে জান্নাতবাসির নিজ প্রভুর দয়ায় বিভিন্ন ধরণের স্বাদ গ্রহণ করবে এবং বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত অর্জন করবে। স্মরণ রাখবেন! দুনিয়ার যে কোন নিয়ামত জান্নাতে প্রাপ্ত নিয়ামতের সামান্ন অংশেরও তুলনা নয়।

হাদীসে মোবারকা:

জান্নাত সম্পর্কিত ৩টি হাদীসে মোবারকা শুনুন

(১) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য ঐ সমস্ত নিয়ামত নির্ধারণ করে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর তা উপলব্দি করতে পারেনি।" (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাতুন নাঈমা ওয়া আহলিহা, ১৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮২৪। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫২)

(২) জান্নাতে ১০০টি স্তর আছে, প্রত্যেক স্তর আসমান এবং জমিন সমান ব্যবধান এবং ফিরদৌস সবচেয়ে উচ্চ স্তরের তাতে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহমান রয়েছে এবং তার উপর রয়েছে আরশ। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্ তাআলার কাছে চাইবে জান্নাতুল ফিরদৌসেরই প্রার্থনা করবে। (জামে তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল জান্নাহ, বাবু মাজা ফি...., ৪র্থ খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৯)

(৩) জান্নাতে এত জায়গা রয়েছে যে, যাতে একটি চাকুক রাখা হলে তা দুনিয়াতে যা রয়েছে তার চেয়ে অদিক উত্তম। (বুখারী, কিতাবু বদিইল খলক, বাবু মাযা ফি সিফাতিল জান্নাহ ওয়া ইন্নাহা মাখলুকাত, ২/৩৯২, হাদীস নং- ৩২৫০। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৩)

কিছমত মে গমে দুনিয়া জান্নাত কা কুবালা হো
তাকদীর মে লিখ্খা হো জান্নাত কা মযেহ করনা। (সামানে বখশিশ, ৫৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাথে কোন তুলনাই হয়না। নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ব্যক্তি হচ্ছে ওরাই যারা জুন্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে দুনিয়ার এ ক্ষণাস্থায়ী নেয়ামতের উপর প্রধান্য দিয়েছে এবং এ সমস্ত নেয়ামত অর্জনের চেষ্টা করে যা চিরস্থায়ী কিন্তু আফসোস আমাদের অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অমনোযোগী এবং নিজ জীবনকে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের রং-ঢংয়ের মধ্যে ব্যস্ত। স্মরণ রাখবেন! দুনিয়ার এ আরাম আয়েশ ঐ স্বর্পের মত যা হাতে লাগলে নরম মনে হয় কিন্তু তার বিষ প্রাণ নাশক। সম্পূর্ণ এ রকম এ দুনিয়াও দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু বাস্তবে তা ধ্বংসের লীলাভূমি। তাই দুনিয়ার চিন্তা চেড়ে পরকালের মুক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন। মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সম্ভব নেক আমল করুন নতুবা সাকারাতের বিছানায় আফসোস ব্যতিত কোন উপায় থাকবেনা। রাসূলে

www.dawateislami.net

করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন আল্লাহ্ তাআলা নেক আমলের কারণে দুনিয়াও দান করবেন। তুমি দুনিয়ার কাজের মধ্যে পরকালের কোন অংশ নেই। (আজজুহুদ লি ইবনিল বাবু হাওয়ানুদ দুনিয়া আলাল্লাহ, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৪৯) তাই নিজ পরকালকে সুন্দর করার চেষ্টা করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দুনিয়াও সুন্দর হবে পরকালও কল্যাণকর হবে এবং জান্নাতের বিরাহীন নিয়মত প্রাপ্ত হবেন।

হামনে মানাকে গুনাহো কি নেহি হদ লেকিন!
তুহে উনকা তু হাসান তেরী হে জান্নাত তেরী। (যওকে নাত, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে দুনিয়ার মুহাব্বত এবং ধন-সম্পদের লোভ থেকে বেঁচে জান্নাত লাভের জন্য নেক আমল করা অত্যন্ত কষ্টকর। যদি আমরা পরকালে প্রাপ্ত আরাম আয়েশ এবং নেয়ামতরাজীর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আমল করা অত্যন্ত সহজ। তাকে এভাবে বুঝুন যে আমাদের সামনে একশত টাকা এবং একলক্ষ টাকার বান্ডিল রাখা হয় এবং একটি নেয়ার জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয় তাহলে সবশ্যই প্রত্যেক মানুষ একলক্ষ টাকার বান্ডিলই নিতে চাইবে একশত টাকার বান্ডিলের দিকে কোন জ্ঞানী দৃষ্টিও দিবেনা। দুনিয়াও তাতে যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ এ রকমই একশত টাকার নোটের বান্ডিলের মত। যে ক্ষেত্রে সাখারাতে প্রাপ্ত নেয়ামত এবং জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহ যার কোন তুলনাই নেই। কেননা, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের কোন তুলনাই নয়। তাই দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা চেড়ে দিয়ে পরকালে কল্যাণের লক্ষে নেক আমল করার এবং জান্নাত লাভের চেষ্টা করতে থাকুন।

মুফলেছু উনকে গলিমে জা পড়ো,
বাগে খুলদ ইকরাম হোহি জায়ে গা। (হাদায়িকে বখশিশ)

আসুন উৎসাহী হওয়ার জন্য "জান্নাতের কিছু বাহার" শুনি-

জান্নাতের বাহারঃ

যদি নখ পরিমাণ জান্নাতের কোন জিনিস দুনিয়ায় আসে তাহরে সমস্ত আসমান জমিন তা থেকে সজ্জিত হয়ে যাবে। যদি জান্নাতি কোন অলংকার দুনিয়াতে

www.dawateislami.net

পড়ে তাহলে সূর্যের আলো লুকিয়ে যাবে। যেমনিভাবে সূর্য তারকারাজির আলো মিটিয়ে দেয়। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাহ বাবু মাজা ফি সিফাতি আহলিল জান্নাত, ৪র্থ খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৪৭। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৩) সে জান্নাতে বিভিন্ন প্রকারের মুতির ঘর রয়েছে যা এমন উজ্জলমান ভিতরের অংশ বাহির থেকে এবং বাহিরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাত ওয়ান নার, ফসলু ফি দরজাতিল জান্নাহ ওয়া গুরফিহা, ৪র্থ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৪) জান্নাতের দেয়াল সমূহ স্বর্ণ, চান্দি এবং সুগন্ধীময় ইট পাথর দ্বারা তৈরী। (মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আহলিল জান্নাত, বাবু ফি ..... ওয়া সিফাত, ১০ম খন্ড, ৭৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৬৪২। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৪) এক ইট স্বর্ণের এবং অন্য ইট চান্দির, জমিন জাফরান সমৃদ্ধ কংকর সমূহ মুতি এবং ইয়াকুত পাথরের। (সুনানে দারমি, কিতাবুর রাকায়েবা, বাবু ফি বনায়িল জান্নাহ, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮২১) এক বর্ণনায় রয়েছে জান্নাতে সাদনের এক ইট সাদা মুতির, এক ইট লাল ইয়াকুত পাথরের, একটি সবুজ জবরজদ পাথরের, মুশকের ইট, জাফরান মিশ্রিত ঘাস, মুতির কংকর, আম্বরের মাঠি। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাহ ওয়ান নার, আত তারগীব ফিল জান্নাতি ওয়ান নাঈম, ৪র্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৪)

জান্নাতের নদীঃ

জান্নাতে চারটি নদী রয়েছে একটি পানির, ২য়টি দুধের, ৩য়টি মধুর, ৪র্থটি শরাবের। সে নদীগুলো প্রত্যেক জান্নাতবাসীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে। সেখানকার নদী সমূহ জমীনের ভিতরে নয় বরং ভূপৃষ্টে। নদীর এক পার্শ মুতি এবং অন্য পার্শ ইয়াকুত পাথরের এবং তলদেশ খাঁটি মুশকের। (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, ফসলু ফি আনহারিল জান্নাত, ৪র্থ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫/৫৭৩৪। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৫)

জান্নাতের খাবারঃ

জান্নাতে প্রত্যেক সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাবে, যা মন চাইবে সাথে সাথে সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৭ম খন্ড,১৬৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৫ পৃষ্ঠা) যদি কোন পাখি দেখে তার মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয় সাথে সাথে ভূনা মাংস তার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। (আত্ তারগবি ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, ফসলু ফি আনহারিল জান্নাত, ৪র্থ খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৬) যদি পানি খাওযার ইচ্ছা হলে পানি ভর্তি গ্লাস হাতে চলে আসবে, সেখানে পরিমাণমত পানি, দুধ, মধু, শরাব ইত্যাদি

www.dawateislami.net

থাকবে। তাদের চাহিদা থেকে এক ফোটা বেশিও হবেনা এবং কমও হবেনা। পান করার পরে সে গ্লাস আপন জায়গায় চলে যাবে। (আত্ তারগবি ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, ফসলু ফি আনহারিল জান্নাত, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৬) একটি সুগন্ধিময় ঢেকুর আসবে, সুগন্ধিময আরামের ঘাম বের হয়ে সব খাবার হজম হয়ে যাবে। ঢেকুর এবং ঘাম দিযে মেশকের সুগন্ধি বের হবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, সিফাতু নিয়ামিহা ওয়া আহলিহা, বাবু ফি সিফাতিল জান্নাত....., ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৩৫। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৬)

খাদিম ও গিলমানের আধিক্যঃ

কমপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির খিদমতে দশ হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকবে। প্রত্যেক খাদিমের হাতে একটি চান্দির পিয়ালা এবং স্বর্ণের পিয়ালা থাকবে। প্রত্যেক পিয়ালা নতুন নতুন রংঙ্গের নেয়ামত থাকবে। (আত্ তারগবি ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, ৪র্থ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭০। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৭) যতই খাবে কিন্তু স্বাদে ঘাটতি আসবে না বরং বৃদ্ধি পাবে প্রত্যেক গ্রাসে ৭০ ধরণের স্বাদ থাকবে। প্রত্যেক স্বাদ অন্যটির চায়তে অধিক উত্তম মনে হবে, একটি স্বাদ অন্যটির জন্য বাধা হবেনা। জান্নাতবাসীদের পোশাক পুরাতনও হবেনা এবং তাদের যৌবন বিলুপ্ত হবেনা। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাতু নিয়ামিহা ওয়া আহলিহা, বাবু ফি ....., ১৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৩৬। বাহারে শরীয়াত, ১/১৫৭)

জান্নাতের বাজার ও আল্লাহ্ তাআলার দিদরঃ

জান্নাতে ঘুম নেই। কেননা, ঘুম এক প্রকারের মৃত্যু। (মুজামুল আওসাত, ১/২৬৬, হাদীস- ১৯৯) আর জান্নাতে মৃত্যু নেই। জান্নাতিরা যখন জান্নাতে যাবে প্রত্যেকে নিজ আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে। সে অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। তাদেরকে দুনিয়ার এক সাপ্তাহ এ পরিমাণ সময়ের পর অনুমতি দেয়া হবে নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কর, আল্লাহ্র সিংহাসন প্রকাশ পাবে, আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগানে তজল্লি দান করবেন। জান্নাতিদের জন্য মিম্বর বসানো হবে। তাতে রয়েছে নূর, মুতি, ইয়াকুত, জবরজদ, স্বর্ণ, চান্দির মিম্বর, সেখানে নিম্নমানের কিছু দেয়া হবেনা। আল্লাহ্ তাআলার দিদার এমন পরিস্কার হবে যেন সূর্য এবং চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায়। সকলে নিজ নিজ আসন হতে দেখতে পাবে।

www.dawateislami.net

একজনের দেখা অন্য জনের জন্য বাধা হবেনা। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকের উপর তার জলওয়া দান করবেন। কাউকে বলবেন: হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে অমুক দিন তুমি এমন এমন করেছিলে? দুনিয়ার বিভিন্ন অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিবে, বান্দা বলবে হ্যাঁ! আমার মাগফিরাতের প্রসস্ততার কারণে তুমি এমন মর্যাদায় পৌঁছেছ। তারা সবাই এ অবস্থায় থাকবে যে তাদের মাথার উপর মেঘ ছায়া দিবে, সুগন্ধি ছড়াবে, যে সুগন্ধি তারা আগে কোন দিন পায়নি এবং আল্লাহ্ তাআলা চলবেন ঐ দিকে যাওয়া আমি তোমাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি, যা ইচ্ছা হয় নিয়ে নাও। অতঃপর লোকেরা এমন একটি বাজারে যাবে যেখানে ফেরেশতাকুল বেষ্টনি দিয়ে রয়েছে। এখানে এমন সব বস্তু রয়েছে যার অনুরূপ কোন চক্ষু দেখেওনি, কোন কান শ্রবণ করেনি, কোন অন্তর তা অনুভবও করেনি, সেখানে যা চাইবে সেটি তার হয়ে যাবে। ক্রয়-বিক্রয় এর প্রযোজন হবেনা। জান্নাতি ঐ বাজারে পরস্পর মিলিত হবে, ছোট মর্যাদার অধিকারীরা বড় মর্যাদা লাভকারীদের দেখবে তাদের পোশাক পছন্দ করবে, এখানো কথা শেষ করেনি খেয়াল করবে যে আমার পোশাক তার থেকে উত্তম এটাও এ কারণে জান্নাতে কারো জন্য কোন চিন্তা নেই। অতঃপর সেখান থেকে নিজ নিজ স্থানে চলে আসবে, তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে স্বাগতম জানবে, মোবারকবাদ দিয়ে বলবে: আপনি ফিরে আসেন, আপনার সুন্দর্য্য আরো অনেক বেশি, আমাদের কাছে থেকে আপনি চলে গিয়েছেন তারা বলবেন আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমাদের বসা নসীব হযেছিল, আর আমাদের জন্য ইহাই উচিত ছিল। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি, বাবু মাযা ফি সুকিল জান্নাতি, ৪র্থ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৫৮। বাহারে শরীয়াত, ১/১৬০) জান্নাতিরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে একজনের আসন অন্যজনের কাছে চলে আসবে। (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নার, ৪র্থ খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৫। বাহারে শরীয়াত, ১/১৬২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তাদেরকে উন্নত পর্যায়ের আরোহী এবং ঘোড়া প্রদান করা হবে, সে আরোহণ করে যেখানে ইচ্ছা যেতে পরবে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি, বাবু মাযা ফি সুকিল জান্নাতি, ৪র্থ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৫৩। বাহারে শরীয়াত, ১/১৬২) একেবারে নিম্নস্থরের জান্নাতিদের জন্য বাগান সমূহ, রমনী, খাদেমগণ এবং জান্নাতি সিংহাসন থাকবে এক হাজার বছরের দূরত্ব সমপরিমাণ। তাদের নিকট সবচেয়ে অধিক সম্মানি হবে তারাই যারা আল্লাহ্ তাআলার দিদার দ্বারা

www.dawateislami.net

সকাল-সন্ধ্যা ধন্য হবে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি, বাবু মাযা ফি সুকিল জান্নাতি, ৪র্থ খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৬২। বাহারে শরীয়াত, ১/১৬২) যখন জান্নাতিরা জান্নাতে যাবে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করবেন: তোমাদের আর কিছু চাহিদা আছে কিনা যা তোমাদের দার করব? তারা বলবে: তুমি আমাদের চেহারা উজ্জল করেছ, জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছ, সে সময় আল্লাহ্ তাআলার নূরানী জলওয়া যা পর্দা অন্তরালে ছিল তা উঠে যাবে, সবাই আল্লাহ্ তাআলার দিদর লাভ করবে। এর চেয়ে বড় আর কিছু তারা প্রাপ্ত হবেনা। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইছবাতি রুইয়াতিল মুমিনীন ফিল আখিরাতি...., ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮১। বাহারে শরীয়াত, ১/১৬২)

আফও কর আওর সদা কেলিয়ে রাজি হো যা,
গর করম করদে তো জান্নাত মে রহোগা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের জন্য চেষ্টা করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! জান্নাতবাসীরা কতই মহান নেয়ামত রাজি দ্বারা ধন্য হবে! চিরস্থায়ী জীবনের সাথে সাথে সুগন্ধিময় পানিয়, মুতির ঘর, শরাবের ঝর্ণাধারার পাশে মিম্বর, এর সাথে লাগানো উত্তম প্রকারের জান্নাতি হেলান দেয়ার বস্তু, চক্ষু শীতলকারী মুতি আবৃত শাহী টুপি, আশ-পাশে জান্নাতি খাদেম গিরমানের ভিড়, প্রত্যেক প্রকারের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতবাসীরা নিজ নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলার নেয়াম লাভে ধন্য হবেন। আমাদের উচিত আমরাও এ মহান নেয়ামত লাভের জন্য চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়। হুজ্জাতু ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তির জন্য আশ্চার্যের বিষয় যারা জান্নাতের এ মহান নেয়ামত রাজির উপর বিশ্বাস করে, জান্নাতের এসব বিষয়াবলীকে সত্য জানে এবং এ কথার পরিপয়র্ণ ঈমান রাখে যে, জান্নাতে বসবাসকারীরা কখনো মৃত্যুর সম্মুখীন হবেনা। (তারা জানে যে) এখানে (ঘরে) যারা এসে যাবে তাদের কোন দুঃখ-দূর্দশা নেই। সেখানে বসবাসকারীরা কখনো বিপদের সম্মুখীন হবেনা। সব সময় শান্তি এবং

www.dawateislami.net

নিরাপদে থাকবে। এসব কিছু জানার পরেও শেষ পর্যন্ত এমন ঘরে অন্তর বসায় যা শেষ পর্যন্ত উজাড় হয়ে যাবে। যার আরাম-আয়েশ শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলার কসম! জান্নাতে যদি শুধমাত্র মৃত্যুর ভয় না থাকত মানুষ ক্ষুধা, পিপাসা এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রম থেকে নির্ভয় থাকত। অন্যান্য নেয়ামত সমূহ না থাকলেও জান্নাত তার জন্য উপযোগী হত এবং দুনিয়া ছেড়ে দিত। আর সে ধ্বংশীল এবং অস্থায়ী বিষয়কে কখনো প্রাধান্য দিতনা। জান্নাতে বসবাসকারীরা নির্ভয় বাদশাহ্র ন্যায় সর্বদা আরাম এবং আয়েশের মধ্যে জীবন যাপনকারীর মত। প্রত্যেক দিন আল্লাহ্ তাআলার মহান আরশের নিকট অবস্থায় করে দিদারে ইলাহী লাভ করতে থাকবে। এমন অনন্য দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে যা কখনো দেখেনি। সর্বদা নেয়ামতের উপর থাকবে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৪৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কি রকম আশ্চার্যের বিষয় আমাদের কোন প্রতিবেশি যদি কোন উচ্চ দালান তৈরী করে, সুন্দ গাড়ী ক্রয় করে অথবা কোন প্রকারের দুনিয়াবী কোন ভোগ-বিলাস অর্জন করে আমরাও তা পাবার জন্য চেষ্টায় রত হয়ে যায়। তা অর্জনের জন্য ধ্যান করতে থাকি। কিন্তু আফসোস আমরা মুত্তাকি, পরহেজগার লোকদেরকে দেখেও এ আশা কেন করিনা যেভাবে তারা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার দিকে ধাবিত হচ্ছে, আমিও সেভাবে চেষ্টা করব, জামায়াত সহকারে নামাযের পাবন্দি হব, তিলাওয়াত করব, সুন্নাতের অনুসারী হব, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করব, মাদানী কাফেলায় সফর করব, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করব। মনে রাখবেন! যেভাবে প্রকাশ্য ইবাদত এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন স্থরে ভাগ করা যায় এভাবে সাওয়াবের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তাই আমরা যদি মহান মর্যাদা অর্জন করতে চাই, তাহলে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেমনিভাবে পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান এর আয়াত নং **১৩৩**-এ বর্ণিত আছে:

وَ سَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিজ প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে দৌড়। যে জান্নাতের প্রসস্ত হচ্ছে

www.dawateislami.net

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ আসমান এবং জমিন সমপরিমাণ যা মুত্তাকিদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

সদরুল আফাযিল, মাওলানা মুফতি সায়্যিদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দৌড় থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবা, ফরয আদয়, ইবাদত বন্দেগী এবং একনিষ্টতার সহিত আমল করা। অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবার সহিত ফরয কাজ সমূহ যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি সহ অন্যান্য শরীয়াতের বিধি-বিধান একনিষ্টতার সহিত পালন করে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে চলা। কেননা, এ রাস্তা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

কাল নারে জাহান্নাম ছে হাসান আমন ও আমান হো,
উছ মালিকে ফিরদৌস পে ছদকে হো জু হাম আজ। (যওকে নাত, ৭০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখরেন তো! নেক আমলকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের সবারই এটাই চাহিদা যে জান্নাতের মহান নেক আমল জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তা অধিক পরিমাণে একনিষ্টতার সহিত হতে হবে। তাই আমাদের উচিত অধিক নেক আমল করা।

নফলের আধিক্যঃ

বর্ণিত আছে হযরত সায়্যিদুনা আজহার বিন মুগিছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হতে যিনি বড় আবিদ ছিলেন, আমি স্বপ্নে এমন মহিলা দেখলাম যে দুনিয়ার কোন মহিলার মত নয় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? তিনি উত্তরে বললেন: আমি জান্নাতের হুর। এটা শুনে আমি তাকে বললাম: আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, সে বলর আমার মালিকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান এবং আমার মোহর আদায় কর। আমি বললাম: তোমার মোহর কি? সে বলল: অধিক রাত পর্যন্ত নামায পড়া। (আল মাতজারুর বাবেহ ফি সাওয়াবিল সালেহ, ১৮৭ পৃষ্ঠা। জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমাল, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

ওহ তো নেহায়ত সস্তা সোদা বেচ রহে হে জান্নাত কা,
হাম মুফলিছ কিয়া মৌল চুকায়ে আপনা হাত হি খালি হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইস্তেগফারের ফযিলতঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইশরাক, চাশত, তাহাজ্জুদ, নফল আদায় করুন এবং নিজেকে জান্নাতের অধিকারী করুন। মুখে সব সময় اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم যপবেন এবং জান্নাতের হুর লাভ করবেন। বর্ণিত আছে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৫০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করেছেন। একবার তিনি দোয়া করলেন: হে আল্লাহ্! তোমার দয়ায় যা কিছু আমি জান্নাতে লাভ করব তার একটু ঝলক দুনিয়াতে দেখাও। এখনো দোয়া অবস্থায় রয়েছে একটি মেহরাবের ভিতর থেকে একজন সুন্দরী, সুশ্রী মহিলা বেরিয়ে আসল, সে বলল: তোমাকে আমার মত জান্নাতে একশত হুর দেয়া হবে। যেখানে প্রত্যেক একশত হুরের সাথে একশত খাদেমা এবং প্রত্যেক খাদেমার সাথে এক ছোট মহিলা থাকবে এবং একশত ছোট মহিলার সাথে একশত ব্যবস্থাপক থাকবে। এটা শুনে ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি খুশিতে লাফিয়ে উঠল এবং বলর জান্নাতে এর চায়তে আরো বেশি লাভ করবে এমন কি কেউ আছে! এতটুকু তো তারাই পাবে যারা সকাল-সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم পাঠ করবে। (রওদুর রিয়াহীস, ৫৫ পৃষ্ঠা। গীবত কিতাবহ কারিয়া, ৯৮ পৃষ্ঠা)

ইয়ে মরহামাতে কে কুঞ্জি মতে, নাহ ছুড়ি লাতে না আপনি গাতে,
কুচুর করে আওর উনছে ভরে কুছুরে জিনা তোমহারে লিয়ে। (হাদায়িখে বখশিশ, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যারা সকাল-সন্ধ্যা ইস্তেগফার পড়বে সে জান্নাতে হুর লাভ করবে। এভাবে জান্নাতে প্রবেশ এবং উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যম সমূহ হতে একটি হচ্ছে সালাম ব্যাপক করা এবং খানা খাওয়ানো। সালাম ব্যাপক করা এবং অন্যকে নিজের খাবার হতে কিছু না কিছু দান করার অভ্যাস গড়ে তোলার কারণে মানুষ সম্মানের এক মহান আসন অলংকৃত করেন, যাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। যেমনিভাবে ফরমানে মুস্তফা

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের প্রচলন কর এবং খাবার খাওয়াও তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (আল ইহসান বিতরতিবে ইবনে হাব্বান, কিতাবুল বিররে ওয়াল ইহসান, বাবু ইফশায়িছ সালাম, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৯)

সুন্নাতে আপনাকে হাসিল ভাইয়িয়ো!
রহমতে মাওলাছে জান্নাত কি জিয়ে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া এমন আমল এতে না শুধু মুহাব্বতের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে বরং কিয়ামত দিবসে সম্মানের মহান তাজও অর্জন হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে প্রতিশোদ গ্রহনের উপর সামর্থ্য থাকা হত্ত্বেও রাগ দমিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের সামনে ডাকবেন এবং তাকে ইখতিয়ার দিবেন যে জান্নাতের হুর সমূহের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুজ যুহুদ, বাবুল হিলম, ৪র্থ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৮৬) নিঃসন্দেহে কাল কিয়ামত দিবসে কঠুর পরিক্ষার দিনে, যখন কাউকে ডেকে আল্লাহ্ তাআলা এমন সম্মান ও নেয়ামতের অধিকারী করবেন এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে।

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখিলা ইয়া রব!
পুড়ুছ খুরদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব! (ওয়াসয়িলে বখশিশ, ৭৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে সাওয়াব বৃদ্ধি এবং পরকালের কল্যাণের জন্য কুরআনে পাকের তিলাওয়াতেরও অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন নিঃসন্দেহে এরই কারণে রহমত এ বরকতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় যা হাদীসে পাকে উচ্চ মর্যাদা লাভের ঘোষণাও হয়েছে। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনের পাঠককে বলা হবে কুরআন পড়তে থাক এবং জান্নাতের বিভিন্ন স্থর অতিক্রম করতে থাক, থেমে থেমে পড় যেমনি ভাবে তুমি দুনিয়াতে থেমে থেমে পড়তে যেখানে গিয়ে তুমি শেষ আয়াতটুকু

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত করবে সেটাই হবে তোমার ঠিকানা। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল বিতরে, বাবু ইস্তেহবাবিত তারতীল ফিল ক্বিরাত, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৬৪)

শাদ হে ফিরদৌস ইয়ানি একদিন
কিছমতে খোদ্দাম হো হি জায়েগা। (হাদায়িকে বখশিশ, ৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াতে থেমে থেমে সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের জন্য কতই সম্মান, এমন ব্যক্তিকে বলা হবে কুরআন পড়তে থাক এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে থাক। তাই আমাদেরও বেশি বেশি কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে পারেন না, তাদের নিকট মাদানী অনুরোধ আজ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করুন। তার উত্তম পন্থা হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে বিভিন্ন যায়গায় অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ রমযান এবং শেষ দশ রমযানের সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করা।

ইতিকাফের প্রতি উৎসাহ প্রদানঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে যেখানে এ পবিত্র মাসে শেষ দশদিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য নসীব হবে সেখানে ইলমে দ্বীন অর্জনের অসংখ্য ভান্ডার অর্জনের সাথে সাথে কুরআনে পাক বিশুদ্ধরূপে পড়াও শিখে যাবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ইতিকাফের অসংখ্য ফযিলত রয়েছে, যেমনিভাবে মদীনার তাজেদার, সুলতানে বাহরুবার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইতিকাফ পালন করবে তার এবং জাহান্নামের মধ্যখানে তিনটি গর্তের ব্যবধান থাকবে যার দূরত্ব হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তেরও বেশি। (আদ্ দুররুল মনসুর, ১ম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু লক্ষ্য করুন! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিনের লক্ষে একদিন ইতিকাফ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে তিনটি বড় বড় গতের মাধ্যমে ব্যবধান সৃষ্টি করবেন, আর যে ব্যক্তি রমযান শরীফের শেষ দশদিন ইতিকাফ করবে সে কতই নেয়ামত এবং মর্যাদার মাধ্যমে ধন্য হবে। কেননা, রমযানে তো সাওয়াবের পরিমাণ কয়েক গুণ

www.dawateislami.net

বৃদ্ধি পায়। তাই জীবনের এ সুযোগের মাধ্যমে উপকৃত হন এবং রমযান মাসের শেষ দশ দিন সুন্নাত ইতিকাফের জন্য তৈরী হয়ে যান। বরং আজ থেকেই ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

রহমতে লুটনে কেলিয়ে আও তোম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ,
সুন্নাতে শিখনে কেলিয়ে আও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের খুলাসাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা জান্নাতের বাহার সম্পর্কে ঈমান উদ্দিপক বয়ান শুনালাম, জান্নাত কেমন হবে, তার জায়গা কেমন হবে, তাতে নদী সমূহ কিরূপ হবে, সেখানকার হুরগুলোর সুন্দর্য কেমন হবে, সেখানকার মাটি কেমন হবে, দেয়াল-ঘর কেমন হবে, জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতী মহল সমূহ কিরূপ বানানো হয়েছে। মোটকথা জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে আমরা জানলাম, আমাদের অন্তরও নিঃসন্দেহে জান্নাতের ঐ উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। অবশ্যই আমরাও এই মহান নেয়ামত লাভের মাধ্যমে ধন্য হতে পারব, শর্ত শুধুমাত্র এতটুকু আমরা ইখলাছ এবং ইস্তেকামতের সহিত জান্নাত অর্জনকারী আমরগুলো করতে থাকব। এর জন্য সর্ক প্রথম অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার ভয় সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, যতক্ষণ এ মহান নেয়ামত অর্জন হবে না, ততক্ষণ গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেক আমলের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হবেনা। ইবাদতে রত থাকা এবং নিসিদ্ধ বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম আল্লাহ্ ভীতি। আল্লাহ্ ভীতি অর্জনের একটি মহান উত্তম পন্থা হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত, হাদীসে মোবারকা, বুযুর্গাণে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দের কল্যাণকর বাণী এবং তাদের জীবনি অধ্যয়ন করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমরাও আল্লাহ্ ভীতি অর্জনের সাথে সাথে পরকালে মুক্তির চিন্তারও মনমানসিকতা তৈরী হবে।

কিতাবের পরিচয়ঃ

www.dawateislami.net

এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকামিত ১৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "খওফে খোদা" অধ্যয়ন অধিক উপকারী এই কিতাবে অদিক আয়াত হাদীসে মোবারকা বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ঘটনাবলী এবং তাদের নির্দেশনাবলী, আল্লাহ্ ভীতির গুরুত্ব, আল্লাহ্ ভীতির সৃষ্টি করার পন্থা এবং এর নিদর্শন সমূহের সাথে অন্যান্য অসংখ্য মাদানী ফুল বিভিন্ন জায়গায় নিজ সুগন্ধি চড়াচ্ছে। আল্লাহ্ ভীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং অন্তরে আল্লাহ্ ভীতির বাতি জ্বালানোর জন্য এই কিতাব অত্যন্ত উপকারী। আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া স্বরূপ অর্জন করে জ্ঞানের আলো দিয়ে অন্তরকে আলোকিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

নখ কাটার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল:

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৬৮) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পরবর্তী জুমার পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৬৮, বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬, পৃ-২২৫, ২২৬) (২) হাতের নখ

www.dawateislami.net

কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে : সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৬৮০, ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৩) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, খন্ড-৫, পৃ-৩৮৫) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয় এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০ তম দিন হয়ে গেল যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে যেন আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না জায়েজ ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানতে ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ সংশোধিত খন্ড-২২, পৃ-৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পর্যন্ত দেখুন) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে। (ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, খন্ড-২, পৃ-৬৫৩)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net